তারিখ ... ০৯ 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ছাত্রদল ও শিবিরকে বৈঠক করে মাঠে নামালেন ভিসি?

কাগজ প্রতিবেদক : আমরণ অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন দমাতে অবশেষে ছাত্রদল এবং শিবিরকে মাঠে নামালো বুয়েট কর্তৃপক্ষ। বুয়েট প্রশাসনের বিএনপি এবং জামাতপন্থী শিক্ষকরা ছাত্রদল এবং শিবিরকে দিয়ে বর্তমান চলমান আন্দোলন নস্যাৎ করতে নেপথ্যে থেকে তাদের পরিচালনা করছেন। ছাত্রদল এবং সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ছাত্রদলের একটি সূত্র জানায়, অবশেষে বুয়েট কর্তৃপক্ষ চলমান আন্দোলন দমাতে আমাদের দ্বারস্থ হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বুয়েটের এক ছাত্রদল নেতা বলেন, আমাদের পরামর্শ মতো কর্তৃপক্ষ কাজ করেছে। ছাত্রদলের ঐ নেতা জানান, আমরা শুরুতেই আন্দোলন দমানোর জন্য আমাদেরকে মাঠে নামানোর পরামর্শ দিয়েছিলাম ভিসি স্যারসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের। কিন্তু তারা বিষয়টি ম্যানেজ করতে পারবেন এ কথা বলে আমাদের কথায় রাজি হননি।

গত দুইতিন দিন ছাত্রদল এবং শিবির নেতাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের একাধিকবার বৈঠক হয় বলে ছাত্রদল সূত্রে জানা যায়।

আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হতে থাকলে এবং একপর্যায়ে তা আমরণ অনশনে রূপ নিলে ছাত্রদল এবং শিবিরকে মাঠে নামানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকে বিএনপি এবং জামাতপন্থী শিক্ষকরা।

গতকাল রাতে উপাচার্য এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করে ছাত্রদল এবং শিবির নেতারা। এ সময় ইউকসু'র জিএস এবং ছাত্রদল নেতা হাসিব মোস্তাবশির উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত বুধবার অনশন কর্মসূচির বিরোধিতা করে তিতুমীর হলসহ কয়েকটি হলে ছাত্রদল এবং শিবিরকর্মীরা মিছিল বের করে। গতকাল বুয়েটের সাবেক ছাত্রদল নেতাদেরও বুয়েট

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ছাত্রদল ও শিবিরকে বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

কর্তৃপক্ষ খবর দিয়ে ক্যাম্পাসে আনে। এদের মধ্যে গতবারের ইউকসুর জিএস তারেক বিন আজিজকে দেখা গেছে উপাচার্যের অফিসের সামনে। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে উপাচার্য তাকে খবর দিয়েছেন।

ছাত্রদল এবং শিবির গত বুধ ও বৃহস্পতিবার বিভিন্ন হলে অনশন কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশকারী ছাত্রদের হুমকি দেয়। গত বৃহস্পতিবার ছাত্রদল নেতা হাসিব মোস্তাবশিরের নেতৃত্বে ছাত্রদল এবং শিবিরের নেতারা অনশন কর্মসূচির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।

ছাত্রদলের বুয়েট শাখার কমিটির কর্মকাণ্ড বর্তমানে স্থগিত বলে জানা যায়। ছাত্রদল বুয়েটে তাদের কার্যকারিতা প্রমাণের লক্ষ্যে আন্দোলন দমানোকে একটি ইস্যু হিসেবে নেয়। অপরদিকে শিবিরও বুয়েটে তাদের প্রকাশ্যে তৎপরতা চালানোর লক্ষ্যে চলমান আন্দোলন দমন করাকে ইস্যু হিসেবে নেয়। তাদের অব্যাহত চাপে এবং বুয়েট পরিস্থিতি ক্রমশ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বিএনপি এবং জামাতপন্থী শিক্ষকরা আন্দোলন দমাতে ছাত্রদল এবং শিবিরকে মাঠে নামালো।

গতকাল পুলিশি হামলার সময় বিএনপি এবং জামাতপন্থী শিক্ষকদের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। একজন শিক্ষককে দেখা গেছে মুচকি হেসে হেসে অনশনস্থল অতিক্রম করে যেতে।